পাথওয়ে

(একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা)

গঠনতন্ত্র

PATHWAY

একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

Address: House # 1, Road # 2, Block # B, Section # 6, Mirpur, Dhaka-1216.
E-mail: info@pathwaybd.org, Web: www.pathwaybd.org , Facebook & Youtube: /pathwaybd

ধারাঃ- ১ **প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ**

ক) **পাথওয়ে**

খ) প্রধান কার্যালয়ঃ- বাড়ি-১, রোড-২, ব্লক-বি, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।

ধারাঃ- ২ **কার্য এলাকাঃ** সমগ্র ঢাকা জেলা এবং পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমগ্র দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারাঃ- ৩ **সংস্থাটির অবস্থা ও প্রকৃতিঃ** বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ধারাঃ-৪ **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

পাথওয়ে একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যানমুলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক দল গঠন ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের পিছিয়ে থাকা সকল শ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়াই পাথওয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদিও আধুনিক রাষ্ট্র সমূহ জনকল্যানমুলক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারনা পোষণ করে থাকে কিন্তু বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের চাহিদা এত বেশী যে, সকল চাহিদা রাষ্ট্রের একার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না, তাই বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পিছিয়ে পড়া তৃণমুল পর্যায়ের মানুষের ভাগ্যন্নয়নে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাথওয়ে তেমনই একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। পাথওয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমাজের একটি অংশকে পিছিয়ে রেখে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও মানবিক দৃষ্টিকোন হতে এসকল পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাওয়াই পাথওয়ের লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে পাথওয়ে দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

অত্র প্রতিষ্ঠান তাহার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত এলাকায় সদস্যদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অশিক্ষিত যুবকদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। পাথওয়ে মনে করে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে এক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াঁবে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকারের সহযাত্রী হিসেবে পাথওয়েও তৃণমুল পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া মানুষদের তথ্য-প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সমাজের মুল স্রোতে নিয়ে আসবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে জাতি যত বেশী প্রযুক্তি নির্ভর সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। আর তাই সরকারের পাশাপাশি পাথওয়েও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অনুমোদিত

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

কর্মসূচীঃ-

ক) জাতীয় জীবনে শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গণশিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

গ) ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপনসহ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করা।

ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ করা এবং সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করা।

ঙ) বেকার ও অসহায় দু:স্থদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প যেমনঃ পাটজাত পণ্য, তাঁত শিল্প, চামড়া, ব্লক বাটিক, টাইডাই, স্ক্রীণ প্রিন্ট, ফোম পুতুল ও সেলাই প্রশিক্ষন দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করা।

চ) কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদন ও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।

ছ) মৎস্য, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু, শাকসবজী ও নার্সারী সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

জ) সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নির্মল দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়া ও এ লক্ষ্যে নিবিড় বনায়ন কর্মসুচী গ্রহন করা।

ঝ) বিলুপ্ত দেশীয় বিভিন্ন ধরণের ঔষধি গাছের চারা রোপনের প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধকরন এবং এই জাতীয় গাছের বিলুপ্তি রোধকল্পে জাতীয়ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা।

ঞ) বন্যা, খরা, দূর্ভিক্ষসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করা যথাঃ পুণর্বাসন কর্মসূচী, ত্রান বিতরন ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল প্রকার কার্যকারী প্রকল্প গ্রহন করা।

ট) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং জ্বালানী হিসেবে বৃক্ষ নিধন রোধে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা ও সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঠ) স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক ও দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন, ঔষধ সেবা প্রকল্প, বিনামূল্যে সেবা ব্যবস্থা ও উপকরন জনগণের জন্য সরবরাহ করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে।

ড) প্রসূতি মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা, নবজাত শিশুর টিকাদান কর্মসূচী, মায়ের দুধের উপকারীতা সর্বোপরি সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করা।

ঢ) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধকল্পে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসুচীসহ ব্যাপক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ণ) কিশোর/কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকারী প্রকল্প গ্রহন করা ।

ত) **এইচ.আই.ভি/এইডস এবং এস.টি.ডি কার্যক্রমঃ** এইচআইভি/এইডস এবং মরণ ব্যাধির প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম গ্রহণ করা। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে মরণব্যাধি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জনমনে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্ত রোগীকে শারীরিক ও মানসিক মন্দাবস্থা দুরীকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়াও অন্যান্য এসটিডি/যৌন সংক্রামন রোগগুলি সম্পর্কে ব্যাপক হারে জনসচেতনার গড়ে তোলা।

থ) **এসিডদগ্ধ কার্যক্রমঃ** এসিডদগ্ধ রোগী বিশেষ করে নারীদের নিয়ে পূণর্বাসনমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এসিডদগ্ধদের প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে পূনর্বাসন করা। তাদেরকে স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনে সাহায্য করা।

দ) আর্সেনিক সনাক্তকরণ কার্যক্রম এবং আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ধ) স্যানিটেশন ল্যাট্রিন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ন) নির্মানাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রমিকদের জানমালের সুরক্ষায় কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা ।

প) মানতা সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

ফ) জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

ব) প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, ঋণদান করে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে পুণর্বাসন করা।

ভ) অবহেলিত দরিদ্র ও ছিন্নমূল দু:স্থ শিশু, এতিম, অনাথ, অসহায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বেকার, পঙ্গু, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীসহ সকল স্তরে পূর্ণবাসন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা।

ম) বিপথগামী যুবক/যুবতী ও কিশোর/কিশোরী অপরাধীদের কল্যাণে তাদেরকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানসহ পুণর্বাসনের লক্ষ্যে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুঁজি প্রদান করিয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে মুল জনস্রোতে নিয়ে আসা।

য) মানসিক রোগীর উৎকর্ষতা বিধানের লক্ষ্যে সুচিকিৎসা, বিভিন্ন শিক্ষা, চিত্ত-বিনোদন, ব্যায়াম, খেলাধূলার ব্যবস্থা গ্রহন করা।

র) কর্মজীবি মহিলাদের সন্তানদের লালন-পালন, তাদের শিক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ল) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। অধিকার ও সচেতনা বৃদ্ধির জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

শ) যৌনকর্মী ও দু:স্থ মায়েদের ট্রেনিং দিয়ে পূণর্বাসন করা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়ের সু-ব্যবস্থা করা।

ষ) **মাদক বিরোধী কর্মসূচীঃ** মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা, পূণর্বাসন ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা এবং মাদক বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

স) **প্রবীণ হিতৈষী/বৃদ্ধাশ্রমমূলক কার্যক্রমঃ** বয়স্ক এবং বয়স্কাদের জন্য সুচিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং চিত্তবিনোদনের জন্য সুব্যবস্থা করা।

হ) **বেদে ও তৃতীয় লিঙ্গদের পূনবার্সন কর্মসূচীঃ** বেদে ও তৃতীয় লিঙ্গদের পুণর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ পুঁজি প্রদান করিয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে মুল জনস্রোতে নিয়ে আসা।

য়) যানবাহন চালকেরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

ড়) সরকারের সহযোগী হিসাবে সড়ক নিরাপত্তা নীতি-মালার উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষনমূলক কর্মূসচী গ্রহণ করা।

ঢ়) নিরাপদ সড়কের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবং বিভিন্ন জনবহুল স্থানে নিরাপদ সড়কের উপর সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার, র‍্যালীসহ যাবতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা।

অ) দেশের ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য কলা ও চারুকলার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন।

আ) মহিলা ও যুবকদের স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার নিমিত্তে সঞ্চয় আমানত অর্জন করা, কারণ সঞ্চয়ই সমৃদ্ধি আনে।

ই) দু:স্থ মহিলা ও যুবকদের সঞ্চয়ী আমানত হতে, সংস্থার নিজস্ব তহবিল বা সংস্থা কর্তৃক সংগৃহিত সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত তহবিল হতে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সামান্য সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করা।

ঈ) অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক দেশী বিদেশী দাতা সংস্থা থেকে দান, অনুদান/ঋণ গ্রহণ করা।

উ) সংস্থার ও দেশের উন্নয়নে সঠিক তথ্য ও কার্যক্রম প্রকাশের লক্ষ্যে সরকারী বিধি মোতাবেক পত্রিকা,বুলেটিন, ম্যাগাজিন, সংবাদচিত্র, ভিডিও ফিল্ম ও ডকুমেন্টারী ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা।

ঊ) সরকারী/বেসরকারী ও জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করা।

ঋ) সদস্যদের উৎপাদিত দ্রবাদি বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

এ) সরকারের বহুমূখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি নিজস্ব সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

ঐ) অবহেলিত দরিদ্র ও অসহায় মানুষদেরকে আইনগত সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

ধারাঃ- ৫ নূন্যতম সদস্য সংখ্যাঃ

নূন্যতম সদস্য সংখ্যা ২১ জন্য হতে হবে।

ধারাঃ- ৬ সদস্যদের চাঁদার হার

ক) সংস্থার কার্য এলাকায় বসবাসকারী যে সমস্ত নাগরিক সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন তাদের ৫০/ টাকা ভর্তি ফি, মাসে ১০০/- টাকা হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

খ) যদি কোন সদস্য সংগঠনের জন্য এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করেন তবে তাকে আজীবন সদস্য বলে গণ্য করা হবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের সদস্যপদ বহাল থাকবে। তবে তাদেরকে অবশ্যই সংগঠনের গঠনতন্ত্রের সকল বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

PATHWAY ESTD-1992

ধারাঃ- ৭ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

ক) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সদস্য হতে পারবেন। যদি তিনি প্রতিষ্ঠানের সংঘ ও স্মারক এবং গঠনতন্ত্র মেনে চলতে অঙ্গীকার করেন এবং নিজেকে সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে ইচ্ছা পোষন করেন।

খ) প্রস্তাবিত কার্য এলাকায় বসবাসকারী ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে যেকোন নাগরিক অত্র সংগঠনের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। সদস্য হতে আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই গঠনতন্ত্রের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

গ) সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করার মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। কার্যকরী কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র অনুমোদনের পর সদস্যপদ লাভ করবে।

ঘ) বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে অতিরিক্ত চাঁদা ধার্য করা হলে তা প্রদান করতে হবে।

ঙ) যদি কোন সদস্যের বয়স ১৮ বছরের কম হয় তা'হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) যদি কোন সদস্য দেউলিয়া হন কিংবা বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হন বা অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত আছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় তা হলেও তার সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে।

ছ) যদি কোন সদস্য ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা ৩ (তিন) মাস পরিশোধ না করেন তা হলেও তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারাঃ- ৮ সদস্যদের শ্রেণিবিভাগ

ক) সাধারণ সদস্য

ধারাঃ- ৬ এর (ক) উপ-ধারা অনুসারে যোগ্যতা সম্পন্ন যেকোন নাগরিক ৫০/- টাকা ফি এবং মাসিক নূন্যতম ১০০/- টাকা হারে চাঁদা প্রদান করলে সাধারণ সদস্য বলে গণ্য হবে।

অনুমোদিত
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

খ) **আজীবন সদস্য**

ধারা ৬ এর (খ) উপ-ধারা অনুসারে যেকোন নাগরিক এককালীন নূন্যতম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সংগঠনে দান করেন তবে তাকে আজীবন সদস্য বলে গণ্য করা হবে।

ধারা:- ৯ পদ বাতিল বা পুনরুদ্ধারের বিধি ও পদত্যাগ

নিম্নলিখিত কারনে সংগঠনের পদ বাতিল হতে পারে।

ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত যদি পর পর পাঁচটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

খ) সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী এবং গঠনতন্ত্রের বিধি বহির্ভুত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন।

গ) যদি কোন সদস্য বিনা কারণে পর পর তিন মাস চাঁদা প্রদান না করেন।

ঘ) মৃত্যুবরণ করলে। (এক্ষেত্রে ওয়ারিশগনের মধ্য হতে একজন সদস্যপদ লাভ করবে)।

ঙ) মস্তিষ্ক বিকৃত উন্মাদ বা পাগল হইলে।

সদস্য পদ পূনুরুদ্ধারের বিধিঃ

ধারা ৯ এর উপধারা (ক), (খ), (গ) ও (ঙ) কারণে সদস্যপদ বাতিল হইলে কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা এবং উহার পুনরাবৃত্ত হইবে না এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারসহ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া পুনরায় সদস্যপদের জন্য নির্বাহী পরিচালক বরাবরে দরখাস্ত করিলে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্য পদ পূনুরুদ্ধার করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে পুনঃভর্তি ফি ৫০/- টাকা প্রদান করিতে হইবে।

পদত্যাগঃ

কোন সদস্য/সদস্যা পদত্যাগের ইচ্ছা থাকলে পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে পরিচালনা পরিষদের নির্বাহী পরিচালক বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক চেয়ারম্যানের নিকট এবং চেয়ারম্যান নির্বাহী পরিচালকের নিকট পদত্যাগ পেশ করতে পারবেন। পদত্যাগের বিষয় পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা:- ১০ বিভিন্ন প্রকার পরিষদের প্রকারভেদ, গঠন-প্রণালী ও কার্য সংক্রান্ত বিধি

(ক) সাধারণ পরিষদ

সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের নূন্যপক্ষে ২১ জন সদস্য থাকিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত এবং অনুমোদন ব্যতীত কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইবে না এবং বাৎসরিক বাজেট সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত বৈধ হবে না। বাৎসরিক আয় ব্যয়ের সকল হিসাব সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। কার্যকরী পরিষদ মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সভার পরবর্তী কার্যকরী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

(খ) কার্যকরী পরিষদ

কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদের নূন্যতম ২০ বৎসর বয়ষ্ক হইতে হইবে। সাধারণ এবং আজীবন সদস্য ভোটে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে। উক্ত কার্যকরী পরিষদ হিসাবে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কার্যাদী গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করিবে। এই পরিষদ সংগঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ। সংগঠনের সকল কর্মকান্ড এই সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হইবে। এই পরিষদের নিকট সকল কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হইবে।

৭ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ

নিম্নলিখিত নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত হতে হবেঃ

(১) চেয়ারম্যান	১ জন
(২) ভাইস চেয়ারম্যান	১ জন
(৩) নির্বাহী পরিচালক	১ জন
(৪) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
(৫) নির্বাহী সদস্য	৩ জন

মোট = ৭ জন

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ

(১) সাধারণ পরিষদ যা কার্যকরী পরিষদ কমপক্ষে ৩ সদস্য বিশিষ্ট এক বা একাধিক বিষয় বা শ্রেণী ভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তি বর্গের বা সদস্যদের নিয়ে উপ-কমিটি গঠন করা যাবে-যাতে সংস্থার যে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

(২) এমন উপদেষ্টা পরিষদের কার্যপরিচালনা করার জন্য নির্বাহী পরিচালক অথবা প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

(৩) সাধারণ পরিষদ/ কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজনে এমন যেকোন বা সকল উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ কাল, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিধারিত কার্যক্রমের মেয়াদ শেষে বিলুপ্ত ঘোষণা করতে পারবেন।

ধারাঃ- ১১ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(১) সংস্থার প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচের অনুমোদন করা।

(২) বিশেষ কার্য সম্পাদনের সাব-কমিটি গঠন করা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা।

(৩) সভা করার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান ও সবার আলোচ্যসূচী গ্রহণ করা।

(৪) সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার হিসাব বই ও ফরম বই নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

(৫) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সকল কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করা।

(৬) সংস্থার প্রশানিক, আর্থিক ও পরিচালনায় দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(৭) কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের/ কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করিবেন।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

ধারাঃ- ১২ **কার্যকরী পরিষদ ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য**

সংগঠনের সুষ্ট পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করা হইবে।

(ক) চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান সংস্থার এবং সকল সভায় পদাধিকার বলে সভাপতিত্ব করবেন । চেয়ারম্যান সংস্থার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হবেন। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সভা আহবানের জন্য তিনি নির্বাহী পরিচালককে অনুমতি প্রদান করবেন এবং সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনে চেয়ারম্যান ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা খরচের অনুমোদন দিতে পারবেন। যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে চেয়ারম্যান অতিরিক্ত একটা ভোট যে কোন পক্ষে প্রদান করিতে পারিবেন। কার্যকরী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে উক্ত পদে যোগ্য সদস্যদের মধ্যে যেকোন একজনকে মনোনয়ন করতে পারবেন।

১. সকল কার্যবলী তদারক করবেন এবং পরামর্শ প্রদান করবেন।
২. তিনি পদাধিকার বলে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
৩. গঠনতন্ত্রের ধারার ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান দান করবেন।
৪. ব্যাংকের লেনদেনের জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অথবা কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথ স্বাক্ষর দাতা হবেন।
৫. সংস্থার ভার্বমূতি রক্ষার্থে সর্বদা তৎপর থাকবেন।

(খ) ভাইস চেয়ারম্যানঃ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান স্থলাভিসিক্ত হবেন এবং চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(গ) নির্বাহী পরিচালক

নির্বাহী পরিচালক সংস্থা পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তিনি সংস্থার প্রধান। তিনি চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শ অনুসারে সভা আহবান করবেন এবং সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় তাহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। সংগঠনের যাবতীয় খাতাপত্র, হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব তার উপর। তিনি যেকোন খরচের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করার ক্ষমতা রাখেন। বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যবলী তদারক এবং পরামর্শ দান করবেন। রেজিস্ট্রেশনের কর্মকর্তা সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনে আসলে তাদের পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। সকল প্রকার পত্র যোগাযোগ তার স্বাক্ষরেই পরিচালিত হবে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১. অফিসের ইন-চার্জ হবেন ও থাকবেন।
২. সংস্থার কার্যক্রম, কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প ও প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী সদস্যদের সমন্বয় সাধন করবেন।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

৩. তিনি সংস্থার পক্ষ হইতে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থা/দাতা সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় দলিল/চুক্তি এবং সমঝোতা স্বারক সম্পাদনসহ সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৪. সংস্থার সকল প্রকার কাগজপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৫. সকল প্রকার বিল ভাউচার, লেনদেন সংক্রান্ত কাগজ পত্র, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিজে অনুমোদন করবেন বা অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ করবেন।

৬. সংস্থার ভাবমূর্তি রক্ষা ও উন্নয়ন এবং গতিশীল রাখার ব্যবস্থা করবেন।

৭. সংস্থার সার্বিক উন্নয়নের সর্বদাই চেয়ারম্যানসহ সকল নির্বাহী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৮. প্রশাসন, প্রকল্প তৈরী, বাজেট তৈরী, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মূল্যায়ণ সর্বাধিক সহায়তা করবেন।

৯. সুষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্থার সকল কর্মচারীদের নিয়োগ, ছাটাই ও কর্মচুক্তি ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

১০. সকল ধরনের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন ও বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

১১. সদস্য তালিকায় সঠিক সদস্যভুক্তি লিপিবদ্ধ রাখবেন।

১২. সকল ধরনের সবা আহবানের দিন, তারিখ, সময় স্থান এবং আলোচ্যসূচী উল্লেখ করে নোটিশ করে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

১৩. চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক এবং কোষাধ্যক্ষের সাথে চেকে যৌথ যে কোন দুই জন স্বাক্ষরদাতা হবেন।

১৪. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃপক কর্পিত যে কোন কর্তব্য পালন করবেন ও সাংগঠনিক কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবেন।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ

সংস্থার সদস্যদের চাঁদা, সঞ্চয় ও বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাব-নিকাশ ও খাতাপত্র নিয়ন্ত্রন এবং সংরক্ষণ করবেন। বাজেট তৈরি ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সকল প্রকার অনুমোদিত ভাউচারের অনুকুলে অর্থ পরিশোধ করবেন। বাৎসরিক অডিট হিসাব নিরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের জন্য তৈরী করবেন।

১. সংস্থার নগদ অর্থ চেক বই, সংরক্ষণ হিসাব নিকাশের বিবরণ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করবেন।

২. সংস্থার টাকা/তহবিল যে কোন তফসিলী ব্যাংকে সংস্থার নামে জমা রাখবেন।

৩. চেকে চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালকের সাথে যুক্ত স্বাক্ষর দিয়ে লেনদেনের স্বাক্ষর দাতা থাকবেন।

৪. সংস্থার হিসাব নিকাশের খাতাপত্র যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) নির্বাহী সদস্য

নির্বাহী পরিচালকের সংগঠনের পরামর্শ প্রদান, শৃঙ্খলা বিধান অনুষ্ঠানাদির সুষ্ঠ পরিচালনার সমস্যা সমাধান ও সদস্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। সংগঠনের সদস্যদের এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন দল গঠন, দলনেতা নির্বাচন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কার্য এলাকা পরিদর্শন করে সদস্যদের বিভিন্ন কাজ কর্মের তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন তিনি।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shamin
Executive Director
Pathway

(চ) **কার্যকরী সদস্য**

কার্যকরী সদস্যদের উপর বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যেকোন প্রকল্পের দায়িত্ব অর্পন করা হলে তাহা যথাযথ পালনে সচেষ্ট থাকবেন। সংস্থার উন্নয়নমূলক সকল কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা করবেন।

(ছ) **উপদেষ্টা পরিষদ**

১) সংস্থার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ প্রদান করবেন।

২) সদস্যরা সন্তোষজনক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করবেন।

ধারা:- ১৩ **কমিটি/পরিষদের মেয়াদকালঃ** প্রতিষ্ঠানের পরিষদের মেয়াদকাল হবে ৩ (তিন) বৎসর এবং কোন অবস্থাতেই এই মেয়াদকাল বর্ধিত করা যাবে না।

ধারা:- ১৪ **সভার শ্রেণি বিভাগ**

সংগঠনের ৫ (পাচঁ) প্রকার সভার ব্যবস্থা থাকবে।

(ক) **সাধারণ পরিষদের সভা**

এই সভা বৎসরে অন্তত চারবার অনুষ্ঠিত হবে। চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পরিচালক এই সভা আহবান করবেন। সভার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ পূর্বক ১৫ দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি নোটিশের মাধ্যমে সদস্যদের নিকট পৌছাইতে হবে। মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

(খ) **কার্যকরী পরিষদের সভা**

সংস্থার চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিচালক এই সভা আহবান করবেন। মাসে অন্তত: একবার এই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে। এই পরিষদ সংস্থার পরিচালনার জন্য যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(গ) **জরুরী সভা**

জরুরী প্রয়োজনে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পরিচালক জরুরী সাধারণ পরিষদের সভা তিন দিনের নোটিশে এবং জরুরী কার্যকরী পরিষেদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করতে পারবেন। সাধারণ পরিষদের জরুরী সভায় সাধারণ সদস্যর দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(ঘ) **তলবী সভা**

দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের অনুমোদনক্রমে চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালক এই সভা আহবান করবেন। বিশেষ উপস্থিতি উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে সভা আহবানের জন্য চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হলে চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালক সভা আহবান না করলে তলবকারীগণ পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়ে নিজেরাই তাদের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান মনোনীত করে সভায় মিলিত হবেন। এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংস্থার জন্য কার্যকরী হবে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

(ঙ) **মূলতবী সভা**

কোরামের অভাবে সভা পরিচালনা করা সম্ভব না হইলে পরবর্তী সপ্তাহে একই বার, সময় ও স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। মূলতবী সভার কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা:- ১৫ **সাধারণ সভা ও নোটিশের মেয়াদ**

বিভিন্ন সভা ও নোটিশের মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ-

(ক) **সাধারণ পরিষদের সভা**

চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে নির্বাহী পরিচালক ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করিবেন। অর্থাৎ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে সকল সদস্যদের অবহিত করতে হবে এবং নোটিশ প্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(খ) **কার্যকরী পরিষদের সভা**

৭ (সাত) দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিচালক এই সভা আহবান করবেন।

(গ) **জরুরী সভা**

বিশেষ প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালক সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে ও কার্যকরী পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করবেন।

(ঘ) **তলবী সভা**

চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালক প্রয়োজনে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করবেন।

(ঙ) **মূলতবী সভা**

এই সভার জন্য পৃথকভাবে কোন নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন নেই। মুল সভা যে বারে, স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল তা পরবর্তী সপ্তাহে একই বারে, একই স্থানে ও একই সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা:- ১৬ **সভার কোরাম**

বিভিন্ন সভার কোরাম নিম্নরূপঃ-

(ক) **সাধারণ সভা**

সাধারণ মোট সদস্যদের মধ্যে নূন্যতম দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

(খ) **কার্যকরী সভা**

কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

(গ) **জরুরী সভা**

এই সভা সাধারণ পরিষদের জন্য আহূত হইলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক আহূত হইলে দুই তৃতীয়াংশের অধিক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

(ঘ) **তলবী সভা**

তলবী সভার জন্য নূন্যপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

অনুমোদিত

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

(ঙ) **মূলতবী সভা**

মুলতবী সভার জন্য কোন কোরামের দরকার হবে না।

ধারা:- ১৭ তলবী সভার বিস্তারিত বিবরণ ও অনাস্থা প্রস্তাব

সংস্থার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে কার্যকরী পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করলে সংগঠনের দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের অনুরোধে চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালক তলব সভা আহবান করবেন। বিশেষ উপস্থিতিতে বা নির্বাহী পরিচালক সভা আহবান না করিলে তলবকারীরা নিজেদের মধ্যে একজনকে আহবায়ক করে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়ে নিজেরাই সভায় মিলিত হবে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্যর উপস্থিতিতে এই সভায় কোরাম হবে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর হবে।

(ক) কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য যদি সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে তবে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনাস্থা আনয়ন করা যাবে। সমগ্র কার্যকরী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হলে ১৯ (ক) ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

(খ) যদি কোন কারনে কার্যকরী পরিষদের কোন পদ শূন্য হয় বা অনাস্থার মাধ্যমে কোন পদ শূন্য হলে চেয়ারম্যান মনোনয়নের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করতে পারবেন।

ধারা:- ১৮ নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন কমিশন গঠন

(ক) কার্যকরী পরিষদের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে পরিষদের সভায় পরবর্তী কার্যকরী পরিষদ গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে মিলিত হবে। সাধারণ পরিষদের সভায় কার্যকরী পরিষদ কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি না হলে বা একই পদে একাধিক সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিকতা না করলে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাবে।

(খ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্যকরী পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হলে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

(গ) সংস্থার সদস্য বা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বা ইউনিয়ন পরিষদের/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ মেম্বার (পুরুষ/মহিলা) স্থানীয় কোন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিশনের সদস্য হতে পারবে না।

(ঘ) নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের রায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে, এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

(ঙ) নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সদস্য পদ গ্রহন না করিলে নিবার্চন অংশগ্রহণ করা যাবে না।

(চ) নির্বাচনের নূন্যতম ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পুর্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে।

(ছ) বৈধ ভোটার তালিকা নির্বাচনের ২১ (একুশ) দিন পূর্বে প্রকাশ করতে হবে।

(জ) কোন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না এবং প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি পদের জন্য একটি মাত্র ভোটের অধিকারী হবে।

(ঝ) সংস্থার মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অংশগ্রহন ছাড়া নির্বাচন বৈধ হবে না।

(ঞ) নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করবেন।

(ট) নির্বাচন পরিচালনা পরিষদ হবে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

ধারাঃ- ১৯ আয়ের উৎস ও অর্থ খরচের বিধি

(ক) সদস্যদের চাঁদা, ভর্তি ফি, সঞ্চয়, সরকারী/বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার অনুদান, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় হইতে অর্জিত আয়ের মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে। সকল প্রকার অর্থ গ্রহণের সময় উপর্যুক্ত রশিদ প্রদান করিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/রেকর্ডপত্র লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিতে হবে। অনুমোদিত বাজেট অনুসারে নির্বাহী পরিচালক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচের ভাউচার করতে পারবেন। ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে যাবতীয় খরচ কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন করবে। বাজেট বহির্ভুত কোন খরচ করতে হলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে বাজেট সংশোধন করা যাবে। সংশোধিত বাজেট সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। সাধারণ পরিষদের অনুমোদনবিহীন যেকোন খরচ অবৈধ বিবেচিত হবে।

ধারাঃ- ২০ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

(ক) সরকার অনুমোদিত যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে এক বা একাধিক হিসাব খোলা যাবে।

(খ) নির্বাহী পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ এই ২ (দুই) জনের যুক্ত স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হইবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে গৃহীত প্রত্যেক প্রকল্পের নামে পৃথক পৃথক হিসাব খোলা যাবে।

(ঘ) প্রকল্পের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ/ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক এক বা একাধিক হিসাব খোলা যাবে। উক্ত হিসাব খোলা ও পরিচালনার ব্যাপারে পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ধারাঃ- ২১ হিসাব-নিরীক্ষা

(ক) রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষে বা মনোনীত অথবা রেজিষ্ট্রেশন অনুমোদিত অডিটর দ্বারা সংস্থার হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং অডিট রিপোর্ট প্রদান করবেন।

(খ) প্রতি বছর একবার সংস্থার বাৎসরিক অডিট সম্পন্ন হবে।

(গ) আর্থিক বছর শেষ হবার পর একমাসের মধ্যে কার্যকরী পরিষদ অডিটের জন্য যাবতীয় রেকর্ডপত্র চূড়ান্ত করবেন।

(গ) অডিট অফিসার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কার্যকরী পরিষদ অডিট চলাকালীন সময় সংগঠনের দেনা ও পাওনাদারদের উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিরীক্ষার জন্য কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। তারা নিয়মিত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করবেন। অডিট অফিসার কর্তৃক কোন অনিয়মের আপত্তি উত্থাপিত হলে কার্যকরী পরিষদে তার জবাবদিহি করতে হবে। যে কোন অনিয়মের জন্য কার্যকরী পরিষদ দায়ী থাকবে।

ধারাঃ- ২২ কার্যক্রম পরিচালনায় বিভাগসমূহ

(ক) প্রশাসন বিভাগ
(খ) অর্থ বিভাগ
(গ) বাস্তবায়ণ বিভাগ
(ঘ) প্রশিক্ষণ বিভাগ
(ঙ) উৎপাদন ও মার্কেটিং বিভাগ
(চ) পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
(ছ) গণসচেতনতা বিভাগ
(জ) আইন বিভাগ।

পরিচালনা পরিষদ মনে করলে দপ্তর/পরিদপ্তর/বিভাগের সংখ্যা বর্ধিত ও কমাতে পারবেন।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway

ধারা:- ২৩ গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন

যদি কোন কারনে বা পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে অত্র প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন বা সংযোজন ও পরিবর্তন/পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয় তবে সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এই সংশোধনী, সংযোজনী ও পরিবর্তন বা পরিমার্জন কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা:- ২৪ সংগঠন বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিধি

যদি কোন সময়ে বা কোন কারনে সংস্থার কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তখন সংস্থার সাধারণ সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃকপক্ষের বরাবরে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংস্থাটি বিলুপ্তি ঘোষিত হলে এর যাবতীয় হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করে সকল সদস্যদের দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য মেশিনপত্র, যন্ত্রপাতি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সরকারী বা বেসরকারী অনুদানপ্রাপ্ত, তা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত স্থানীয় অন্য যেকোন স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা অধিদপ্তরকে অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

ধারা:- ২৫ স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমূহের সাথে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র

কর্মকান্ডকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয়, আর্ন্তজাতিক যেকোন অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/দাতা সংস্থার (এনজিও) সাথে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে। তবে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করা হবে।

ধারা:- ২৬ জনবল নিয়োগ

সরকারী/বেসরকারী, আধা-সরকারী বা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার অর্থানুকূলে সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত/পরিচালিত হলে উক্ত প্রস্তাব (পিপি) অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে যোগ্য জনবল নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যুবক শ্রেণীদের অগ্রাধিকার থাকবে। এ বিষয়ে কার্যকরী পরিষদ এবং রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদের যোগ্য আগ্রহী সদস্যদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা হলে তারা সম্মানি ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা:- ২৭ দেশী / বিদেশী প্রশিক্ষণ

সংস্থার যেকোন সদস্য যোগ্যতা অনুযায়ী দেশী/বিদেশী/বেসরকারী দাতা সংস্থার আমন্ত্রনে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদ এ বিষয়ে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনয়ন দিবেন।

ধারা:- ২৮ মনোগ্রাম ও পতাকা

সংস্থার স্বতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা রক্ষার্থে একটি মনোগ্রাম, একটি পতাকা ও একটি নিজস্ব সংগীত থাকতে পারবে। কার্যকরী কমিটি পতাকা ও মনোগ্রামের নমুনা চূড়ান্ত এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর উক্ত মনোগ্রাম ও পতাকা ব্যবহার করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ তাদের মৌলিক অধিকারগুলোসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করা পাথওয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে পরিগনিত হবে।

****

অনুমোদিত

MD. JAMAL MUSTAFA
CHAIRMAN
PATHWAY

Md. Shahin
Executive Director
Pathway